ঢাবি ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র

৫ ঘণ্টাব্যাপী হামলায় আহত আড়াই শতাধিক ।। বহিরাগতদের নিয়ে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ।। ঢামেকে জরুরি বিভাগে ঢুকে আহতদের মারধর ।। জাবি, রাবি, চবিতেও হামলা আজ সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ।। আন্দোলনের ৮০% শিবির ও ছাত্রদলের ঢাবি ছাত্রলীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাবি প্রতিনিধি
১৬ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সোমবার কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর চতুর্মুখী হামলার ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগের মহানগর দক্ষিণ শাখা, বিভিন্ন হল, ঢাকা কলেজ শাখা এবং বহিরাগতদের পাঁচ ঘণ্টা ধরে চালানো তাণ্ডবে আহত হয়েছেন তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। মাথায় হেলমেট এবং হাতে হকিস্টিক, রড ও বাঁশ দিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পেটানো হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে মাথায় আঘাত করা হয়েছে। মারধরের শিকার হয়েছেন ছাত্রীরাও। আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও হামলা করা হয়। হামলা প্রতিরোধ করতে ছাত্রলীগের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান আন্দোলনকারীরাও। এর ফলে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

এছাড়া রাজধানী ঢাকার বাইরে জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে এক ছাত্রলীগ নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

সংঘর্ষের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন বলেন, 'আমাদের নেতাকর্মীদের তারা উসকে দিয়েছে। আমরা খুব দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে ৫ মিনিটে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়েছি। ওরা সাধারণ শিক্ষার্থী নয়, তারা বিএনপির ইশরাকের কর্মী। এই আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থী ১০ থেকে ২০ শতাংশ। বাকি ৮০ শতাংশ শিবির-ছাত্রদলের এক্টিভিস্ট।'

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ বলেন, ছাত্রলীগ

আমাদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা চালিয়েছে। আমাদের নারী শিক্ষার্থীদের তারা বেধড়ক পিটিয়েছে। শিক্ষার্থীদের অনেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।'

যেভাবে শুরু : গতকাল দুপুর ১২টা থেকে কোটা সংস্কারের একদফা দাবিতে এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ইডেন কলেজ, নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে যোগ দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও।

অন্যদিকে বিকাল ৩টায় পূর্বঘোষিত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অপমান' প্রতিরোধ কর্মসূচি পালন করতে দুপুর ১২টা থেকেই মধুর ক্যান্টিনে অবস্থান নেয় ছাত্রলীগ। সরেজমিন ঘুরে বহিরাগত ও ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের কর্মীদের উপস্থিতি বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে কয়েকটি বাসে করে বগিরাগত ও মহানগরের ছাত্রলীগের কর্মীদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেখা যায়। ফলে সকাল থেকে একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হতে থাকে ক্যাম্পাসজুড়ে।

বিজয় একাত্তর হলের সামনে সংঘর্ষ : দুপুর আড়াইটার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একটি দল মিছিল নিয়ে প্রতিদিনকার মতো ঢাবির হলগুলোয় যায়। এ সময় বিকাল ৩টার দিকে খবর আসে, বিজয় একাত্তর হলে মিছিলে শিক্ষার্থীদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। খবর পেয়ে রাজু ভাস্কর্য থেকে মিছিল নিয়ে সেøাগান দিতে দিতে বিজয় একাত্তর হলের দিকে যান আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে নারী শিক্ষার্থীরাও ছিলেন। হলের কাছাকাছি পৌঁছলে আগে থেকে হেলমেট, লাঠিসোটা, হকিস্টিক নিয়ে হলগেটে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তবে এগিয়ে এসে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা হলগেটে ভাঙচুর চালান। একপর্যায়ে পার্শ্ববর্তী কবি জসীমউদ্দীন হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাটিসোটা নিয়ে এগিয়ে এসে শিক্ষার্থীরের ওপর হামলা চালান। এদের সঙ্গে বের হয় বিজয় একাত্তর হলের নেতাকর্মীরাও। সবার হাতে ছিল লাঠিসোটা, স্ট্যাম্প, স্টিলের পাইপ, রড। অনেকে হেলমেট পরিহিত ছিলেন। চারদিক থেকে একসঙ্গে হামলায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পিছু হটতে থাকেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের মাটিতে ফেলে মারতে থাকেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। দুই পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলে কিছুক্ষণ। এরপরই ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে ছাত্রলীগের হাতে।

হামলায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি রবিউল হাসান রানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু ইউনুস, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন রশীদ এবং বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান শান্তকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।

মলচত্বরে সংঘর্ষ : প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় মেয়েদের নিয়ে আন্দোলনকারীদের মূল মিছিল মলচত্বরের দিকে পিছিয়ে আসে। আগে থেকেই মধুর ক্যান্টিনে লাঠিসোটা, স্টিলের পাইপ, হকিস্টিক, মোটা কাঠ নিয়ে দক্ষিণ মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি রাজিবুল ইসলাম বাপ্পির নেতৃত্বে হেলমেট পরে অবস্থান করছিলেন ঢাকা দক্ষিণ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী ও বিপুলসংখ্যক বহিরাগত। শিক্ষার্থীরা মলচত্বরে এলে শ্যাডোর দিক থেকে তাদের ওপর একযোগে হামলা চালায় তারা। এ ছাড়া সূর্যসেন হল, প্রশাসনিক ভবন, ভিসি চত্বর থেকে বিপুলসংখ্যক বহিরাগতদের লাঠিসোটা, স্টিলের পাইপ নিয়ে হামলে পড়লে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিগি¦দিক ছোটাছুটি শুরু হয়। এ সময় পিছু ধাওয়া করে তাদের পেটানো হয়। পালানোর সময় ভিসি চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিআরটিসির একটি ডাবল ডেকার বাসে আত্মরক্ষার্থে উঠে পড়েন ৫০-৬০ জন নারী শিক্ষার্থী। তাদেরকে বাস থেকে নামিয়ে এনে পেটানো হয়। সেখানে এক নারী শিক্ষার্থী মাথা ফেটে যায়। তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে যান। সংবাদকর্মীরা তাকে রিকশায় তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৬ ব্যাচের ছাত্রী তানজিলা তাসনীম বলেন, আহত এক ছাত্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনিও আহত হন। তিনি বলেন, ‘একজন আমার ডান হাত মুচড়ে দিয়েছেন।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের শিক্ষার্থী সুলতানা আক্তার বলেন, ‘নিজের ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীরা কতটা অসহায়, ছাত্রলীগ আজকে প্রমাণ করল।

শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান ও রাজিবুল ইসলাম বাপ্পির নেতৃত্বে দক্ষিণ ছাত্রলীগের নেতাকর্মী আর বহিরাগতদের নিয়ে মহড়া দিতে দেখা যায় ক্যাম্পাসজুড়ে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতও মহড়া দেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে ক্যাম্পাসের এক শিক্ষার্থীকে পরমাণু শক্তি কমিশনের সামনে পেয়ে পিটুনি দেন মহানগর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এতে তার মাথা ফেটে যায়।

শহীদুল্লাহ হলে সংঘর্ষ : জানা যায়, মূলত বিজ্ঞান অনুষদের হলগুলোতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই কোটা সংস্কারের পক্ষে। তারা সবাই মিলে বিজ্ঞানের অমর একুশে হল, ফজলুল হক মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা শহীদুল্লাহ হলে আশ্রয় নেন। তিন হলের শিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে প্রতিরোধ করেন। শিক্ষার্থীরা হল থেকে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। ৭টার দিকে পুলিশ কার্জন হল এলাকায় আসে। তবে পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা, স্ট্যাম্প, রড নিয়ে হামলা করতে থাকেন শিক্ষার্থীদের। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছাত্রলীগের নিউ মার্কেট থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল হাসান ফাহাদ (২৭) গুলিবিদ্ধ হন। তাকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢামেকের জরুরি বিভাগে হামলা : সন্ধ্যার দিকে বিশ^বিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের সৈকতের অনুসারী পদপ্রত্যাশী নেতা রাশেদুজ্জামান রনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ৭০-৮০ জন নেতাকর্মী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঢুকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এ সময় সাংবাদিকদেরও মারধর করা হয়। এ সময় অনেকের হাতে রড ও চাইনিজ কুড়াল দেখা যায়। এ ছাড়া হাসপাতালের সামনে অবস্থিত বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্সও ভাঙচুর করে তারা। একপর্যায়ে তারা হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাধা দেয়। হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, কারো মাথা ফেটে গেছে। এদের বেশিরভাগই নারী।

শাহবাগ থানার ওসি অপারেশন আরশাদ হোসাইন বলেন, অতর্কিত হামলার ঘটনা শুনে আমরা তাৎক্ষণিক এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের উপস্থিতির আগেই হামলাকারীরা ঢামেক ত্যাগ করে।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারেও অন্তত ছয়জনকে আহত অবস্থায় ভর্তি রয়েছে। এ সময় সূর্যসেন হল ও মহানগর ছাত্রলীগ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ সেখানে জড়ো হলে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালের তৃতীয় তলার গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রভোস্ট কমিটির জরুরি সভা : উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিকাল ৫টায় প্রভোস্ট কমিটির এক জরুরি সভা উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব হলে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে বলা হয়।

ঢাবিতে আহত তিন শতাধিক : গতকালের হামলায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল রাত পর্যন্ত ২৯৭ জন শিক্ষার্থী আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। ঢামেকের ইমার্জেন্সি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নাফিজ বিশ্বাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বাকিরা অন্যত্র চিকিৎসা নেন।

ইডেনে ছাত্রীদের শরীরে গরম পানি নিক্ষেপ : ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রলীগের হামলায় সেখানকার ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি শাহিনুর সুমিসহ অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ বলেন, ইডেন কলেজ থেকে তারা কয়েকজন রাজু ভাস্কর্যের দিকে আসার সময় ছাত্রলীগের ২০-৩০ জন এদের ওপর গরম পানি শরীরে ঢেলে দেয় ও মারপিট করে। তাদের মধ্যে সুমিকে চিকিৎসার জন্য দুপুর ২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

আজ সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল : কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার দেশের সকল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল রাত সাড়ে ৯টায় আন্দোলনকারীরা শহীদুল্লাহ হল ও কার্জন হলের মাঝামাঝি রাস্তায় সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। শহীদুল্লাহ হলের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে এসে সংবাদ সম্মেলন করতে চাইলে পুলিশ তাদের শহীদুল্লা হলের সামনেই সংবাদ সম্মেলন করার অনুরোধ করে। বেশ কিছুক্ষণ বাগ্বিতণ্ডার পর তারা সেখানেই সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অন্যতম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। ট্রাকে করে বহিরাগতদের এনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করা হয়েছে। আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি, এই প্রক্টর মানি না। আমরা তার কাছে এই ঘটনার জবাব চাই। আমরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই। আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষের উসকানি ও সেøাগান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বলে দাবি করা হচ্ছেÑ এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলনের দাবি স্পষ্ট, এখানে তৃতীয়পক্ষ আসার কোনো সুযোগ নেই।

বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, হামলা, বিক্ষোভ

আমাদের স্থানীয়, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা জানান, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত শতাধিক আহত হয়েছেন।

জাবিতে সংঘর্ষে আহত ৫০, প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বঙ্গবন্ধু হলসংলগ্ন এলাকায় এলে ছাত্রলীগ হামলা চালায়। একপর্যায়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। গতকাল রাত

সাড়ে ৮টায় মেডিক্যাল সেন্টারে সর্বশেষ তথ্যমতে সংঘর্ষে আহত উভয়পক্ষের অন্তত অর্ধশত চিকিৎসা নেন। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় অন্তত ২০-২৫ জনকে সাভারের এনাম মেডিক্যালে পাঠানো হয়। এর আগের দিন রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার' সেøাগানের জেরে প্রাধ্যক্ষের উপস্থিতিতে দুই শিক্ষার্থীকে ডাইনিং হলে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও মোবাইল চেক করে ছাত্রলীগ। এ ঘটনায় গতকাল পদত্যাগ করেন হলটির প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক নাজমুল হাসান তালুকদার।

যশোরে শিক্ষার্থীকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ : যশোরে সকালে ডিসি কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় একদল ছাত্রের বিরুদ্ধে মাসুম নামে এক শিক্ষার্থীকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা। পরে দুপুর ১টার দিকে প্রেসক্লাব যশোরের সামনে মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা।

রাবিতে ৪ ছাত্রনেতা আহত : বাম ছাত্রসংগঠনের নেতাদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মমতাজ উদ্দিন একাডেমিক ভবনের সামনে এ ঘটনায় প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন আহতরা। আহতরা হলেন রাবি শাখা ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিব হোসেন, বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলনের আহ্বায়ক তারেক আশরাফ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদুল ইসলাম ভূইয়া ও বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর নেতা আল আশরাফ রাফি।

বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ : বিকাল সাড়ে ৪টায় খুলনা মহানগরের জিরো পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে বিকাল সোয়া ৪টার দিকে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন তারা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করেন। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত বরিবার রাতে কোটাবিরোধী শিক্ষার্থী সেøাগান দিলেও গতকাল কোনো কর্মসূচি পালন করেননি। রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল করেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

গতকাল দুপুর ১টার দিকে মাদারীপুরে পদযাত্রা করে ডিসির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন মাদারীপুর সরকারি কলেজ ও আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসাসহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে গতকাল সকালে লালমনিরহাটে মানববন্ধন করেন বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

এদিকে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাকে কটাক্ষ, একাত্তরের ঘৃণিত গণহত্যাকারী রাজাকারদের প্রতি সাফাই, আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীলতা তৈরি এবং সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ দের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে গতকাল সকালে লালমনিরহাটে মানববন্ধন করেন বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।